দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পদ্ধতি সহজ এবং নিশ্ছিদ্র করতে উপাচার্য-অধ্যক্ষরা একমত

শরিফুজ্জামান পিন্টু

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পদ্ধতি সহজ ও নিশ্ছিদ্র করার ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সদ্যগৃহীত সিদ্ধান্তকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির মডেল হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করেছে। অনার্স লেভেলের কলেজ অধ্যক্ষবৃন্দ নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের আলোকে ভর্তি পদ্ধতি ঠিক করবে। এ খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(প্রথম পাতার পর)

সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অনার্স লেভেলের কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ ও শিক্ষাবোর্ড প্রধানদের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাসচিব মোঃ ইরশাদুল হক।

সভায় চলতি বছর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে আলোচনা হয়। সূত্র জানায়, শিক্ষাসচিব এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুপারিশ করেন। সূত্র আরও জানায়, অনার্স লেভেলের কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ এ পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তাঁরা এ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন বলে সভাকে জানান।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ ভর্তির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভর্তি কমিটি রয়েছে। প্রত্যেক উপাচার্য এসব কমিটির কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ উপস্থাপন করবেন।

এদিকে সভায় উপস্থিত কয়েকজন উপাচার্য বর্তমান ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান জানান, ভর্তি পরীক্ষা একেবারে উঠানো হয়ত সম্ভব নয়। তবে ভর্তি পরীক্ষার গুরুত্ব আগের তুলনায় কমিয়ে এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম জানান, পাবলিক এক্সামিনেশনকে গ্রহণযোগ্য করা সময়ের দাবি। তিনি আরও বলেন, এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের আলোকে আমরা একটি সহজ ও নিশ্ছিদ্র ভর্তি পদ্ধতি তৈরির চেষ্টা করব। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ ভর্তি পদ্ধতি তৈরি করে একটি যৌথ সভায় মিলিত হবে। এ সভা থেকে বেরিয়ে আসবে চূড়ান্ত ভর্তি পদ্ধতি।